



ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- III, Issue-I, September, 2026, Page No. 33-42

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.3.issue.01W.502



ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও সমকালীন রূপান্তর: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

সুবীর গায়ের, সহকারী অধ্যাপক, ধুবচাঁদ হালদার কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.09.2026; Accepted: 22.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

The development of workers' movements in India is closely associated with the emergence of modern industries and the working class during the colonial period. The expansion of industrialisation, railways, ports, and commercial industries created a new working class that gradually organised against low wages, long working hours, unsafe working conditions, and exploitation. This article examines the historical development of workers' movements in India, beginning with their early forms during the colonial period and the emergence of trade unions, followed by the establishment of the All-India Trade Union Congress (AITUC) in 1920. It analyses the subsequent ideological and political divisions within workers' organisations and examines the relationship between workers' movements, the state, political parties, and labour policies in post-independence India. The article further discusses major workers' movements of the 1970s and the emergence of independent workers' organisations. Particular attention is given to the impact of liberalisation, privatisation, and globalisation after 1991, which contributed to the expansion of contractual, temporary, and informal employment and altered the organisational strategies of workers' movements. Contemporary developments, including the growth of the gig economy, the use of digital platforms, and the participation of women and migrant workers, are also examined. The article argues that Indian workers' movements are adapting to changing labour-market conditions through new forms of organisation and mobilisation. However, organisational fragmentation, political dependence, limited representation of informal workers, and contractual employment remain major challenges.

Keywords: Workers' Movements, Working Class, Trade Unions, Liberalisation, Privatisation, Globalisation, Gig Economy

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস মূলত ঔপনিবেশিক যুগে আধুনিক শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভবের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পায়নের সূচনা, রেলপথ নির্মাণ, বন্দর স্থাপন এবং বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রেক্ষিতে এক নতুন শ্রমিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। এই শ্রমিকরা পূর্ববর্তী গ্রামীণ বা প্রথাগত শ্রমব্যবস্থা থেকে ভিন্ন ছিল এবং ক্রমে একটি সংগঠিত সামাজিক শক্তিতে পরিণত হতে শুরু করে। তবে এই শ্রমিক শ্রেণির বিকাশ ছিল অসম ও বৈচিত্র্যময়। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমবাজার তুলনামূলকভাবে মুক্ত

হলেও, বিশেষত বাণিজ্যিক বাগানভিত্তিক শিল্পে শ্রমিকদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। চা-বাগানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিয়োগপ্রক্রিয়া, কাজের পরিবেশ এবং চলাফেরার স্বাধীনতা ছিল অত্যন্ত সীমিত, যা তাদেরকে প্রায় বাধ্যতামূলক শ্রমব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখত। ফলে ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ও কর্মপরিস্থিতি ছিল অনিশ্চিত, অনিরাপদ এবং শোষণনির্ভর।

এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই শ্রমিকদের মধ্যে ধীরে ধীরে সচেতনতা ও ঐক্যবোধের বিকাশ ঘটে এবং তারা নিজেদের অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে সংগঠিত হতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ১৯২০ সালে AITUC (All India Trade Union Congress) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলন সর্বভারতীয় ও সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন কেবল অর্থনৈতিক দাবি, যেমন- মজুরি বৃদ্ধি বা কাজের পরিবেশের উন্নতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং সামাজিক ন্যায়, মর্যাদা এবং শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর লক্ষ্যেও অগ্রসর হয়। স্বাধীনতার পরেও শ্রমিক আন্দোলন রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ, শ্রম আইন প্রণয়ন এবং শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে শ্রমবাজারের পরিবর্তন, বেসরকারিকরণ ও চুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থানের প্রসারের ফলে শ্রমিক আন্দোলনের প্রকৃতি ও চ্যালেঞ্জ নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে ভারতে শ্রমিক আন্দোলন:

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা ঔপনিবেশিক শাসনামলে আধুনিক শিল্পব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়েই শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ, প্রতিবাদ এবং সংগঠিত হওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, যদিও তখনও সুসংগঠিত কোনো শ্রমিক সংগঠন (Trade Union) গড়ে ওঠেনি। বলা বাহুল্য, এই প্রাথমিক শ্রমিক আন্দোলনগুলিই পরবর্তীকালে সংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করে।

শ্রমিক সংগঠনের উদ্ভবের পূর্বে শ্রমিক আন্দোলন:

শ্রমিক সংগঠনের উদ্ভবের পূর্বে শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করত। নিম্ন মজুরি, দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অমানবিক কাজের পরিবেশ এবং মালিকপক্ষের শোষণের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদে সামিল হতো। শ্রমিকরা কাজ থেকে বিরত থাকা, কর্মক্ষেত্রে ত্যাগ করা ইত্যাদির মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলত। পাশাপাশি, অনেক ক্ষেত্রে তারা সক্রিয় প্রতিরোধের পথও অবলম্বন করত, যা কখনও কখনও সহিংস রূপ ধারণ করত। তবে এই সকল আন্দোলন ঔপনিবেশিক সরকার ও মালিকপক্ষের দমনমূলক নীতির সম্মুখীন হয়। উল্লেখ্য, চা-বাগান ও খনি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ওপর চরম শোষণ চললেও, এসব অঞ্চল শহর থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ে এই আন্দোলনগুলি তেমন জনসমর্থন বা প্রচার লাভ করেনি।

শহরাঞ্চলের শিল্পক্ষেত্রে, বিশেষত তুলা ও পাট শিল্প এবং রেলওয়েতে, শ্রমিকদের আন্দোলন তুলনামূলকভাবে বেশি সংগঠিত ছিল। ১৮৭০-এর দশক থেকেই বোম্বাইয়ে শ্রমিকদের প্রতিবাদের নজির পাওয়া যায়। ১৮৮৪ সালে তুলা কলের শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে কর্মঘণ্টা হ্রাসের দাবিতে সরকারের কাছে আবেদন জানায়। ১৮৯০-এর দশকে ক্রমান্বয়ে ধর্মঘটের সংখ্যা ও পরিসর বৃদ্ধি পায় এবং বহু শ্রমিক এতে অংশগ্রহণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বাস্তব মজুরি হ্রাস এবং খাদ্যসংকট শ্রমিকদের অসন্তোষকে আরও তীব্র করে তোলে। এর ফলস্বরূপ ১৯১৯ সালে বোম্বাইয়ের সমস্ত তুলা কল শ্রমিকদের অংশগ্রহণে সাধারণ ধর্মঘট সংঘটিত হয়। ১৯২০ সালেও মজুরি ও বোনাসের দাবিতে আরেকটি সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত হয়, যা আনুষ্ঠানিক শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল। কলকাতা,

আহমেদাবাদ, কানপুর, মাদ্রাজ, নাগপুর ও সুরাটসহ অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রেও একই ধরনের পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শ্রমিকরা ক্রমশ নিজেদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠিত হতে শুরু করে। ধর্মঘটের প্রবণতা কেবল কারখানায় সীমাবদ্ধ ছিল না; তা রেলওয়ে, খনি, বন্দর, পৌরসভা, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা, এমনকি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে।

এই সময়ে কিছু সমাজসংস্কারক ও সংগঠন শ্রমিকদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলায় শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (Sasipada Banerjee) শ্রমিকদের শিক্ষা ও অধিকার রক্ষার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ১৮৭০ সালে ‘ওয়ার্কিং মেনস ক্লাব’ (Working Men’s Club) প্রতিষ্ঠা করেন। একইভাবে ১৮৭৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ ‘ওয়ার্কিং মেনস মিশন’ (Working Men’s Mission) প্রতিষ্ঠা করে। বোম্বাইয়ে এন. এম. লোখাণ্ডে (N. M. Lokhanday) শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং ১৮৯০ সালে তিনি ‘বোম্বাই মিলহ্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন’ (Bombay Millhands’ Association) প্রতিষ্ঠা করেন। তবে, এই ধরনের বিভিন্ন কল্যাণমূলক সংগঠন গড়ে উঠলেও, সেগুলি শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠনে পরিণত হতে পারেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছিল, যেগুলি শ্রমিক সংগঠনের মতো হলেও স্থায়িত্বের অভাবে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। যেমন—রেলওয়ে কর্মচারীদের সংগঠন, প্রিন্টার্স ইউনিয়ন (Printers’ Union) ইত্যাদি। এগুলি শ্রমিক সংগঠনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও সুসংগঠিত আন্দোলনের রূপ নিতে পারেনি।

শ্রমিক সংগঠনের উদ্ভব ও বিকাশ:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে শ্রমিক আন্দোলন এক নতুন মাত্রা লাভ করে এবং এই সময় থেকেই সুসংগঠিত শ্রমিক সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, শ্রমিকদের মজুরির হ্রাস এবং জীবনযাত্রার মানের অবনতি ঘটে। একই সঙ্গে শিল্পোৎপাদনের প্রসার শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও ঐক্য গড়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব, মহাত্মা গান্ধীর (Mahatma Gandhi) অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রুশ বিপ্লবের মতো ঘটনাবলি শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে গঠিত হয় মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন (Madras Labour Union), যাকে সাধারণত ভারতের প্রথম শ্রমিক সংগঠন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই সংগঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন বি. পি. ওয়াদিয়া (B.P.Wadia)। এটি মূলত মাদ্রাজের কার্নাটিক (Carnatic) ও বাকিংহাম (Buckingham) মিলের শ্রমিকদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও, প্রাথমিক পর্যায়েই অন্যান্য পেশার শ্রমিকরাও এতে যুক্ত হয়। এই ইউনিয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল নিয়মিত সদস্যপদ এবং মাসিক চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা, যা সংগঠনের স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

একই সময়ে আহমেদাবাদে শ্রমিক আন্দোলন একটু ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়। সেখানে শ্রমিকরা মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বোনাসের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে অনুসূয়াবেন সারাভাই (Ansuyaben Sarabhai) মহাত্মা গান্ধীর সহায়তা কামনা করেন। গান্ধী শ্রমিকদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ধর্মঘটের ডাক দেন এবং সালিশি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের উপর জোর দেন। এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯২০ সালে ‘টেক্সটাইল লেবার অ্যাসোসিয়েশন’ (Textile Labour Association) প্রতিষ্ঠিত হয়, যা গান্ধীর নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত

একটি শক্তিশালী শ্রমিক সংগঠনে পরিণত হয়। এই সংগঠনটি মূলত মজুর মহাজন (Majur Mahajan) নামেও পরিচিত ছিল।

এই সময়ে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত হারে শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। ১৯২০ সালের মধ্যেই প্রায় ১২৫টি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, যেগুলিতে আনুমানিক ২,৫০,০০০ শ্রমিক সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে সংগঠনগুলিরগুলির অধিকাংশই ছিল অস্থায়ী প্রকৃতির; অনেক ক্ষেত্রে এগুলি শুধুমাত্র ধর্মঘট পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হতো এবং ধর্মঘট শেষ হলে ভেঙে যেত। নিয়মিত সদস্যপদ ও আর্থিক ভিত্তির অভাব ছিল এই সংগঠনগুলির একটি বড় দুর্বলতা। তবুও এই প্রাথমিক উদ্যোগগুলি শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠিত চেতনা গড়ে তোলে এবং একটি সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

AITUC-এর গঠন:

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হল অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC)-এর প্রতিষ্ঠা। ১৯২০ সালে এই সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা শ্রমিক আন্দোলনকে একটি সুসংগঠিত ও জাতীয় রূপ প্রদান করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে শ্রমিক অসন্তোষ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন শ্রমিক নেতা—যেমন বাল গঙ্গাধর তিলক (Bal Gangadhar Tilak), এন. এম. জোশি (N. M. Joshi), বি. পি. ওয়াদিয়া, লালা লাজপত রায় (Lala Lajpat Rai), দেওয়ান চমনলাল (Dewan Chamanlal), জোসেফ ব্যাপ্টিস্টা (Joseph Baptista) প্রমুখ—একটি সর্বভারতীয় সংগঠন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর ফলস্বরূপ ১৯২০ সালে AITUC প্রতিষ্ঠিত হয়।

AITUC প্রতিষ্ঠার পর শ্রমিক আন্দোলন আরও গতিশীল হয়ে ওঠে। AITUC-এর প্রথম সভাপতি ছিলেন লালা লাজপত রায় এবং সহ-সভাপতি ছিলেন জোসেফ ব্যাপ্টিস্টা। এই সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করে এবং প্রাথমিক পর্যায়েই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক সংগঠন এর সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় প্রায় ১০৭টি সংগঠন AITUC-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল, যার মধ্যে ৬৪টি সংগঠনের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ১,৪০,৮৫৪। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আহমেদাবাদের গান্ধীবাদী শ্রমিক সংগঠন এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। ১৯২০-এর দশকের শেষভাগে শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কমিউনিস্ট নেতারা বোম্বাই ও কলকাতার শিল্পাঞ্চলে সক্রিয় হয়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করেন এবং সংগ্রামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯২৮-২৯ সালের মধ্যে কমিউনিস্টরা AITUC-এর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে এবং সংগঠনের নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে শুরু করে।

AITUC-এর অভ্যন্তরে মতাদর্শগত মতপার্থক্যের কারণে এন. এম. জোশি, ভি. ভি. গিরি প্রমুখ নেতারা সংগঠন ত্যাগ করে ‘ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস’ (IFTU) গঠন করেন। পরবর্তীতে ১৯৩১ সালে পুনরায় একটি বিভাজন ঘটে, যখন কমিউনিস্টরা AITUC থেকে বেরিয়ে এসে ‘রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস’ (RTUC) প্রতিষ্ঠা করে। এর ফলে শ্রমিক আন্দোলন তিনটি পৃথক কেন্দ্রীয় সংগঠনে বিভক্ত হয়ে পড়ে—AITUC, IFTU এবং RTUC। এই বিভাজন শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিকে দুর্বল করে তোলে। ফলে বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৩ সালে কিছু সংগঠন IFTU এর সঙ্গে একত্রিত হয়ে ‘ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস’ (NFTU) গঠন করে। পরবর্তীতে ১৯৩৫ সালে RTUC ও AITUC একত্রিত হয় এবং AITUC নামেই সংগঠনটি পরিচালিত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৪০ সালে NFTU-ও AITUC-এর সঙ্গে যুক্ত হয়, ফলে একটি বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিভাজন ও রাজনৈতিক সংযুক্তি:

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এর অভ্যন্তরীণ বিভাজন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিশেষত AITUC-এ ঐক্য প্রতিষ্ঠার পরও এই বিভাজন পুনরায় দেখা দেয় এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির ওপর রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। AITUC-এর মধ্যে বিভাজনের প্রধান কারণ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ঘিরে ভিন্নমুখী মতাদর্শগত অবস্থান। এই মতভেদের কারণে ১৯৪১ সালে এম. এন. রায়ের (M. N. Roy) নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী AITUC থেকে পৃথক হয়ে ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবার (IFL) গঠন করে। এই সময় শ্রমিক আন্দোলনের উপর বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী, কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে। শ্রমিক সংগঠনগুলি কেবল অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রশ্নেও সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ভারতে স্বাধীনতার সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তখন শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল এবং গান্ধীবাদী নীতির ভিত্তিতে তাদের পরিচালিত করতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু সেই সময় AITUC-এ কমিউনিস্টদের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নিজস্ব শ্রমিক সংগঠন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (INTUC) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে AITUC থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্নতার ফলে আরও কয়েকটি শ্রমিক সংগঠনের উদ্ভব ঘটে। ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিকদের প্রভাবে গঠিত হয় হিন্দ মজদুর পঞ্চগয়েত (HMP)। ১৯৪৯ সালে HMP ও IFL একত্রিত হয়ে গঠন করে হিন্দ মজদুর সভা (HMS)। একই বছরে মৃণাল কান্তি বসুর (Mrinal Kanti Bose) নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (UTUC)। ফলস্বরূপ ১৯৪৯ সালের মধ্যে ভারতে চারটি প্রধান কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন বিদ্যমান ছিল— AITUC, INTUC, HMS এবং UTUC।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে শ্রমিক আন্দোলন:

স্বাধীনতার পর ভারতে শ্রমিক আন্দোলন একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে। এই সময়ে একদিকে যেমন শ্রমিক সংগঠনগুলির বিস্তার ঘটে, অন্যদিকে তাদের মধ্যে বিভাজন, রাজনৈতিক প্রভাব এবং নতুন ধরনের শ্রমিক সংগঠনের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় জনসংঘের প্রভাবে ‘ভারতীয় মজদুর সংঘ’ (BMS) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনের (১৯৬৪) প্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে ‘সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস’ (CITU) গঠিত হয়, যা সিপিআই (এম) এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। এর ফলে দেখা যায়, ১৯২০ সালে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন (AITUC) দিয়ে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তা ১৯৭০ সালের মধ্যে একাধিক কেন্দ্রীয় সংগঠনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভাজন শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যকে দুর্বল করে এবং সংগঠিত শক্তিকে খণ্ডিত করে।

স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র শ্রমিক ও শিল্পপতিদের মধ্যে সম্পর্কের প্রধান মধ্যস্থতাকারী বা নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল— শিল্পোন্নয়ন নিশ্চিত করা, শিল্পক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখা, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সংঘাত নিয়ন্ত্রণ করা। এই উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৪৭ সালে শিল্প বিরোধ সংক্রান্ত আইন (Industrial Dispute Act, 1947) প্রণয়ন করে। ১৯৬০-এর দশকের শেষভাগে অর্থনৈতিক মন্দার ফলে শ্রমিকদের উপর আর্থিক চাপ বৃদ্ধি পায়। বোম্বাইসহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি শ্রমিক

অসন্তোষকে তীব্র করে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে শিবসেনা একটি বিকল্প শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং ‘ভারতীয় কামগার সেনা’ (Bharatiya Kamgar Sena) নামক শ্রমিক সংগঠন গঠন করে। তবে এই সংগঠন শ্রমিকদের মধ্যে আঞ্চলিক ও জাতিগত বিভাজন সৃষ্টি করে, বিশেষত মহারাষ্ট্রের স্থানীয় শ্রমিকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার দাবি তুলে। এর ফলে শ্রমিক ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়।

১৯৭০ এর দশকের পরবর্তীকালে ভারতে শ্রমিক আন্দোলন:

১৯৭০-এর দশকের পরবর্তীকালে শ্রমিক আন্দোলনে একটি নতুন প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতি ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের ফলে স্বাধীন ও আপেক্ষিকভাবে অরাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সংগঠনের উত্থান ঘটে। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য নেতৃত্বদের মধ্যে ছিলেন— দত্ত সামন্ত (Datta Samant), এ. কে. রায় (A.K. Roy), শংকর গুহা নিয়োগী (Shankar Guha Niyogy), ইলা ভট্ট (Ela Bhatt)। এছাড়াও বিভিন্ন স্বতন্ত্র সংগঠন যেমন— সেলফ এমপ্লয়েড ওমেন’স এসোসিয়েশন (SEWA), ওয়ার্কিং ওমেন’স ফোরাম (Working Women's Forum), কেরালা দিনেশ বিডি (Kerala Dinesh Beedi) প্রভৃতি শ্রমিকদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করে। তবে, এই সংগঠনগুলি বেশি অংশগ্রহণমূলক হলেও, তারা বৃহৎ শ্রমিক সংগঠনগুলির বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি।

১৯৭০ এর দশকের পরবর্তী সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৯৭৪ সালের রেলওয়ে ধর্মঘট, যা ভারতের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম শ্রমিক ধর্মঘট হিসাবে বিবেচিত। প্রায় সমস্ত প্রধান শ্রমিক সংগঠন এতে অংশগ্রহণ করে। সরকার কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট ভেঙে যায়। ১৯৮২-৮৩ সালে দত্ত সামন্তের নেতৃত্বে বোম্বাই টেক্সটাইল ধর্মঘট সংঘটিত হয় এবং বিপুল সংখ্যক শ্রমিক এতে অংশগ্রহণ করে। যদিও এটি চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, তবুও এটি শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯৭৫-৭৭ সালের জরুরি অবস্থার সময় শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত করা হয়। এই সময় সরকার শ্রমিক আন্দোলনের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, যা সংগঠিত শ্রমিকদের আন্দোলনকে দুর্বল করে তোলে। তবে, এই সময়ে কেবল সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রেই নয়, অসংগঠিত ক্ষেত্রেও শ্রমিক আন্দোলন দেখা যায়। কৃষিশ্রমিক এবং অভিবাসী শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধি ও কাজের শর্ত উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা প্রচলিত শ্রমিক সংগঠনগুলির বাইরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত হয়।

১৯৯০ এর দশকের পরবর্তীকালে ভারতে শ্রমিক আন্দোলন:

১৯৯০-এর দশকের পরবর্তী সময়ে ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রকৃতি, গঠন এবং কৌশলে বহুমাত্রিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পের পরিসর সংকুচিত হয় এবং বেসরকারি ও বহুজাতিক পুঁজির প্রবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং ‘শ্রমের নমনীয়তা’ (labour flexibility) নীতি ক্রমশ গুরুত্ব অর্জন করে। এই প্রক্রিয়ায় স্থায়ী শ্রমিকের পরিবর্তে অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক এবং আউটসোর্সড (Outsourced) শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পায়, যা শ্রমিকদের সংগঠিত ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়।

উদারীকরণ-পরবর্তী সময়ে শ্রমবাজারের কাঠামোগত পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংগঠিত খাতের তুলনায় অসংগঠিত খাত দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং ‘ক্যাজুয়ালাইজেশন’ (casualization) ও ‘ইনফর্মালাইজেশন’ (informalization)-এর প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। চুক্তিভিত্তিক শ্রম ব্যবস্থার বিস্তার শ্রমিকদের কাজের স্থায়িত্ব, সামাজিক সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে অনিশ্চিত করে তোলে। ফলে শ্রমিকদের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদি সংগঠন গড়ে তোলা এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে শ্রমিক আন্দোলন এক ধরনের সংকট ও রূপান্তরের মুখোমুখি হয়। শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সংকোচন, অসংগঠিত খাতে শ্রমিকদের আধিক্য এবং রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে শ্রমিক সংগঠনগুলির ঐতিহ্যগত শক্তি হ্রাস পায়। বৃহৎ শিল্পভিত্তিক ধর্মঘটের পরিবর্তে ছোট আকারের, খণ্ডিত এবং খাতভিত্তিক আন্দোলনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তবে একই সঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণের প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়।

উদারীকরণ-পরবর্তী বাস্তবতায় শ্রমিক আন্দোলন নতুন রূপ ধারণ করে। অসংগঠিত শ্রমিক, স্বনিযুক্ত কর্মী, নারী শ্রমিক, গৃহভিত্তিক শ্রমিক এবং অভিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে নতুন ধরনের সংগঠন গড়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে এনজিও-সমর্থিত উদ্যোগও এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই নতুন আন্দোলনগুলি শুধুমাত্র মজুরি বা কাজের পরিবেশের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক নিরাপত্তা, মর্যাদা, পরিচয় এবং মানবাধিকারের বিষয়গুলিকেও সামনে নিয়ে আসে, যা শ্রমিক আন্দোলনের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করে। একই সময়ে রাষ্ট্রের ভূমিকাতেও একটি মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্র ক্রমশ ‘নিয়োগকর্তা’ থেকে ‘নিয়ন্ত্রক’-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে শ্রম আইনে বিভিন্ন সংস্কার আনা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে শ্রমিক সুরক্ষা সম্পর্কিত বিধিনিষেধ শিথিল হয়েছে বলে অনেকে সমালোচনা করেন। ফলে শ্রমিক আন্দোলন শুধু মালিকপক্ষের বিরুদ্ধেই নয়, রাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধেও সংগঠিত হতে শুরু করে।

সাম্প্রতিককালে শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি:

সাম্প্রতিককালে ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটি একদিকে যেমন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, অন্যদিকে তেমনি নতুন রূপ ও কৌশলও গ্রহণ করছে। বিশ্বায়ন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, শ্রমবাজারের অনিশ্চয়তা এবং রাষ্ট্রের নীতিগত পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশ আরও জটিল ও বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে। বর্তমান সময়ে শ্রমবাজারে অনিশ্চয়তা ও অস্থায়িত্ব একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। চুক্তিভিত্তিক, অস্থায়ী এবং আউটসোর্সড শ্রমের ব্যাপক প্রসার শ্রমিকদের স্থায়ী কর্মসংস্থান এবং সামাজিক সুরক্ষাকে দুর্বল করে দিয়েছে। এর ফলে শ্রমিকদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই পরিস্থিতি তাদের আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ইস্যু হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অসংগঠিত খাতে নিযুক্ত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক এখনও সংগঠনের বাইরে থেকে যাচ্ছে, যা শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার অন্যতম কারণ। একই সঙ্গে গিগ অর্থনীতির (Gig Economy) বিস্তার শ্রমিক আন্দোলনের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করেছে। অ্যাপভিত্তিক ডেলিভারি কর্মী, রাইড-শেয়ার চালক প্রভৃতি শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার, ন্যায্য পারিশ্রমিক এবং কাজের শর্ত উন্নয়নের দাবিতে সংগঠিত হতে শুরু করেছে। যদিও এদের সংগঠন এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে, তবুও এটি শ্রমিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন দিক নির্দেশ করে।

সাম্প্রতিক সময়ে শ্রম আইন সংস্কার শ্রমিক আন্দোলনের একটি কেন্দ্রীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। ২০১৯ সালের মজুরি সংক্রান্ত বিধি (Code on Wages, 2019), ২০২০ সালের শিল্প সম্পর্ক সংক্রান্ত বিধি (Industrial Relations Code, 2020), পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত বিধি পর্ব-৩, সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর, ২০২৬

(Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) এবং সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি (Code on Social Security, 2020)— এই নতুন শ্রম বিধিগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করেছে। শ্রমিক সংগঠনগুলির মতে, এই বিধিগুলি শ্রমিকদের অধিকার হ্রাস করতে পারে, ফলে এই ইস্যুতে সর্বভারতীয় স্তরে প্রতিবাদ ও ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে। এছাড়াও, সাম্প্রতিক শ্রমিক আন্দোলনে যৌথ কর্মসূচির প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন মতাদর্শ ও রাজনৈতিক মতভেদের উর্ধ্বে উঠে একাধিক শ্রমিক সংগঠন একত্রিত হয়ে বৃহৎ পরিসরে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ২০২০ সালের ভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট, যেখানে কোটি কোটি শ্রমিক অংশগ্রহণ করে এবং শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবির প্রতি জাতীয় মনোযোগ আকর্ষণ করে।

প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে শ্রমিক আন্দোলনের কৌশলেও পরিবর্তন এসেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং ডিজিটাল প্রচারের মাধ্যমে শ্রমিকরা দ্রুত সংগঠিত হতে পারছে এবং তাদের দাবি বৃহত্তর জনসমাজের কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছে। এই ডিজিটাল মাধ্যম শ্রমিক আন্দোলনকে একটি নতুন মাত্রা প্রদান করেছে। নারী শ্রমিক, অভিবাসী শ্রমিক এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীর অংশগ্রহণও সাম্প্রতিক শ্রম আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে গৃহভিত্তিক কাজ, বস্ত্র শিল্প এবং পরিষেবা খাতে নারী শ্রমিকদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে কোভিড-১৯ মহামারির সময় অভিবাসী শ্রমিকদের দুরবস্থা শ্রমিক অধিকারের প্রশ্নকে নতুনভাবে সামনে নিয়ে এসেছে এবং তাদের সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে জোরদার করেছে।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা:

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একাধিক সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়, যা এর কার্যকারিতা ও শক্তিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে।

- (১) ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সীমাবদ্ধতা হল এর খণ্ডিত বা বিভক্ত চরিত্র। বিভিন্ন মতাদর্শ, রাজনৈতিক আনুগত্য এবং সংগঠনগত বিভাজনের ফলে বহু শ্রমিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছে, যা শ্রমিকদের ঐক্যকে দুর্বল করে। বলা বাহুল্য, শ্রমিক সংগঠনের বহুলতা (multiplicity of unions) এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব (inter-union rivalry) শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয়।
- (২) শ্রমিক আন্দোলনের উপর অতিরিক্ত রাজনৈতিক প্রভাব একটি গুরুতর সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলি রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং শ্রমিকদের স্বার্থের পরিবর্তে দলীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়। এই রাজনীতিকরণ (politicization) শ্রমিক আন্দোলনের স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুণ্ণ করে এবং বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস করে।
- (৩) ভারতে অধিকাংশ শ্রমিক অসংগঠিত খাতে নিযুক্ত, যেখানে শ্রমিক সংগঠনের প্রভাব অত্যন্ত সীমিত। ফলে শ্রমিক আন্দোলন মূলত শহরভিত্তিক ও শিল্পখাতকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং গ্রামীণ ও প্রান্তিক শ্রমিকরা এর বাইরে থেকে যায়।
- (৪) শ্রমিক সংগঠনের দুর্বল আর্থিক ভিত্তি ও সীমিত সদস্যসংখ্যা আন্দোলনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। কম সদস্যপদ, স্বল্প চাঁদা এবং আর্থিক সংকটের কারণে শ্রমিক সংগঠনগুলি দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে না। এই আর্থিক দুর্বলতা শ্রমিক আন্দোলনকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দুর্বল করে তোলে।
- (৫) শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব এবং ভাষা, ধর্ম, জাতি ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে সামাজিক বিভাজন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বড় বাধা সৃষ্টি করে। অনেকের মতে, শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতার অভাব শ্রমিক আন্দোলনের বিকাশকে সীমিত করে।

- (৬) বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ফলে চুক্তিভিত্তিক শ্রম, আউটসোর্সিং এবং বেসরকারিকরণের প্রসার ঘটে, যা শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ কমিয়ে দেয়। পুঁজির গতিশীলতা এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার কারণে শ্রমিক সংগঠনগুলির দরকষাকষির ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।
- (৭) শ্রম আইনগুলির জটিলতা, নিবন্ধন প্রক্রিয়ার বাধা এবং ধর্মঘটের উপর বিধিনিষেধ অনেক সময় শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে। এর ফলে শ্রমিকদের দাবিগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করা কঠিন হয়ে পড়ে।
- (৮) নিয়োগকর্তাদের শ্রমিক সংগঠনবিরোধী মনোভাবও একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংগঠনে যোগদান থেকে বিরত রাখতে ভয় দেখানো, চাকরি থেকে বরখাস্ত করা বা অন্যান্য চাপ সৃষ্টি করা হয়, যা আন্দোলনের বিস্তারকে বাধাগ্রস্ত করে।

উপসংহার:

বর্তমান ভারতে শ্রমিক আন্দোলন একদিকে যেমন নানা সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন, অন্যদিকে তেমনি নতুন সম্ভাবনার দিকও উন্মোচন করছে। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগঠিত প্রচেষ্টা ও নীতিগত সহায়তা ভবিষ্যতে এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে। এর পাশাপাশি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বিস্তার এবং গিগ অর্থনীতির সম্প্রসারণ শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্রকেও নতুনভাবে রূপান্তরিত করছে। ফলে ঐতিহ্যগত শ্রমিক সংগঠন কাঠামোর পাশাপাশি নতুন ধরনের সংগঠন ও প্রতিবাদের পদ্ধতি গড়ে উঠছে, যা শ্রমিকদের দাবি-দাওয়াকে আরও বিস্তৃত পরিসরে তুলে ধরছে। পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করছে এর অভিযোজন ক্ষমতা, সংগঠনের বিস্তার এবং রাষ্ট্রের নীতিগত সহায়তার উপর। শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ন্যায্য কাজের পরিবেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যদি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়, তবে ভবিষ্যতে ভারতে শ্রমিক আন্দোলন আরও সুসংগঠিত ও কার্যকর রূপ লাভ করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র:

1. Bhowmik, S. (2009). The labour movement in India: Present problems and future perspectives. Indian Journal of Social Work, 70(1), 1-14.
<https://ijsw.tiss.edu/greenstone/collect/ijsw/index/assoc/HASH018e/b46ab9d7.dir/doc.pdf>
2. Chakraborty, A. (2019). Labour movement in India: A historical approach on socio-cultural-economy. Journal of Management Research and Analysis, 6(3), 129-131.
<https://doi.org/10.18231/j.jmra.2019.026>
3. Ghosh, B. (2010). Shromik andolon prokriti. In K. Chattopadhyay & A. Chowdhury (Eds.), Bharater samajik andolon. Levant Books.
4. Labour Bureau, Ministry of Labour & Employment, Government of India. (2021). Report on trade unions in India 2021. Government of India.
5. Ramanujam, G. (1990). Indian labour movement (2nd ed.). Sterling Publishers.
6. Revri, C. (1972). The Indian trade union movement: An outline history, 1880-1947. Orient Longman.

7. Sarkar, S. (1993). Aadhunik Bharat [Modern India]. K. P. Bagchi & Company.
8. Sharma, G. K. (1982). Labour movement in India: Its past and present, from 1885 to 1980. Sterling Publishers.
9. Upadhyaya, S. (2022). Evolution of trade unions in India. V. V. Giri National Labour Institute. <https://vvgnli.gov.in/sites/default/files/2024-01/Evolution%20of%20Trade%20Unions%20in%20India.pdf>